127

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 SEP 1998 ..
পৃষ্ঠা 8 কলাম ... 2....

ব্যবসায়ী অপহরণ ও ছাত্র সংগঠন

খবরটি চাঞ্চল্যকরই বটে। দেশ যখন বন্যায় ভাসছে তখন সরকারিদলের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের দু ক্যাডার একজন ব্যবসায়ীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে আটক রেখে মুক্তিপণ আদায় করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ঘটনার সারমর্ম হলো ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে এক ব্যবসায়ীকে আটক করে ফিল্মি কায়দায় দেড় লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করতে গিয়ে ছাত্রলীগের এক ক্যাডারসহ দু ব্যক্তি হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ব্যবসায়ী হারুন উর রশীদকে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। তাঁকে গত বৃহস্পতিবার নগরীর মধুবাগ এলাকা থেকে অপহরণ করা হয়েছিল।

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই ঘটনার নায়ক 'মোবাইল' মহসিন ছাত্রলীগের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হলেও হলের আবাসিক ছাত্র নয়। সূর্যসেন হলে সে অবৈধভাবে থাকত। সে ছাত্রলীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপের এক নেতাও বটে। পুলিশের ভাষ্যমতে, সে লেখাপড়ার পাশাপাশি আদম ব্যবসাও করত।

ব্যবসায়ী হারুন উর রশীদকে মধুবাগ থেকে অপহরণের ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, মোবাইল মহসিন এ পেশায় সিদ্ধহস্ত। মুম্বাই ছবিতে ভিলেনরা যে কায়দায় মুক্তিপণ আদায় করে মহসিনের কায়দাটি তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কেবল ব্যবসায়ী পত্নীর বুদ্ধিমত্তার কারণে তার শেষ রক্ষা হয়নি। সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে দাবিনামা পেয়ে ভদ্রমহিলা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও রমনা থানায় খবরটি জানিয়ে দেয়। এর আগেও যে ছাত্রলীগের এই গুণধর নেতাটি এরকম নিরীহ মানুষকে ধরে এনে মুক্তিপণ আদায় করেনি তারই-বা নিশ্চয়তা কি? পুলিশ আন্তরিক হলে এবং উপর থেকে অন্যায় চাপ না থাকলে তার অপকীর্তির আরো বহু ঘটনা বেরিয়েআসবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ঘটনা আরো ঘটেছে। বিএনপি আমলে এক স্কুলছাত্রকে হলে আটকে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা সে সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই ঘটনার নায়কও ছিল তৎকালীন শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের চিহ্নিত মস্তানরা। এবারেও সরকারিদলের আশ্রয়পুষ্ট ছাত্র সংগঠনের এক নামকরা ক্যাডার ও তার সহযোগীরাই এ কান্ড ঘটিয়েছে। দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠে যদি এ ধরনের ছিনতাই-অপহরণের ঘটনা ঘটে তাহলে মানুষ কোথায় ভরসা রাখবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্বৃত্ত, চাঁদাবাজ, অপহরণকারী পোষার জন্যই সাধারণ মানুষের গাঁটের পয়সা খরচ?

কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী এক অনুষ্ঠানে গর্ব করে বলেছিলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস অনেকখানি কমে গিয়েছে। পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এসেছে। সবিনয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এটাই কি সন্ত্রাস কমে যাওয়ার নমুনা?

হল থেকে অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কত না ফর্মুলা বের করলেন! তালিকা প্রণয়ন, পরিচয়পত্র প্রদান, হলগেটে ভিজিলেন্স টিম বসানো- তারপরেও অবৈধদের উচ্ছেদ করা যায়নি। বিভিন্ন হলে এখনও প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের ক্যাডারদের উৎপাতে সাধারণ ছাত্রমহল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীরা তটস্থ থাকে। শিক্ষকরা দেখেও না দেখার ভান করেন। এই অবস্থায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করা কি সম্ভব?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর বহুবার সন্ত্রাস দমনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই, সন্ত্রাসী যেই হোক তাদের গ্রেফতার করতে হবে। সূর্যসেন হলে অপহরণ ঘটনার দায়ে যে সন্ত্রাসীদ্বয় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তারা নির্দলীয় নয়। ছাত্রলীগের নেতা বলেই পরিচিত এবং সেই ক্ষমতাবলে অবৈধভাবে হলের সিট দখল করেছিল। কিভাবে? প্রধানমন্ত্রীর হয়তো সে খবর জানা না থাকতে পারে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে এই ক্যাডারদের সম্পর্কে জানেন না তা বিশ্বাস করা কঠিন। কোন ছাত্র সংগঠন রাজনীতি বা আদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মস্তান দ্বারা পরিচালিত হলে তার পরিণতি কি হয় ছাত্রলীগ নেতৃত্বের তা ভালই জানার কথা। ১৯৭৪ সালে মহসিন হলে ৭ ছাত্র হত্যার কথাও কি তারা ভুলে গেছেন? সাম্প্রতিককালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক লাঞ্ছিত করার দায়ে ছাত্রলীগের ৫ জন নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বহিষ্কার করলেই চলবে না, ছাত্র রাজনীতি তথা ছাত্র সংগঠনের নামে যারা অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের মতো ঘৃণ্য কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাস দমনের ললিত বাণী পরিহাস হয়ে দেখা দেবে।